بسم الله الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৯ জানুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ০৯ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩)

এই আয়াতের অনুবাদ হলো– **"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনোই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা সেই বস্তু থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করো যা তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।"**

এই আয়াতের তফসীরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারা'র যেখানে প্রথম রুকু শুরু হয়েছে, সেখানে 'মুত্তাকী' বা খোদাভীরুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে (তারা) ব্যয় করে।' এটি প্রথম রুকুর বক্তব্য। এরপর এই সূরায় বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জোরালো তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় না করবে। তিনি (রা.) বলেন, আমার নিকট مِمَّا تُحِبُّوْنَ কথার অর্থ হলো 'মাল' বা সম্পদ; কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ অর্থাৎ, 'ধনসম্পদ মানুষের অত্যন্ত প্রিয়'। অতএব, প্রকৃত পুণ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নিজের ধনসম্পদ থেকে সর্বদা প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করতে থাকো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বিভিন্ন স্থানে এর তফসীর করেছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ– তোমরা কখনোই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেসব বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করবে যেগুলো তোমরা ভালোবাসো।"

আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, **"অকেজো ও তুচ্ছ বস্তু ব্যয় করে কোনো ব্যক্তি পুণ্যবান হবার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাজেই এ বিষয়টি মস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, নিকৃষ্ট ও অকেজো জিনিস ব্যয় করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ– যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ও অত্যন্ত পছন্দের বস্তু ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র) প্রিয় হতে ও ভালোবাসার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি (তোমরা) কষ্ট স্বীকার করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও, তাহলে কীভাবে সফলকাম হতে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে?"**

অতএব, যারা কখনো কখনো ভালো আয়-রোজগার করেন কিন্তু আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সেই মান বজায় রাখেন না যা একজন সাধারণ বা মধ্যম আয়ের আহমদী বজায় রেখে

থাকেন। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সত্যিকার কুরবানী হলো, যে জিনিসের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বা অনুরাগ রয়েছে তা তাঁর পথে ব্যয় করো; তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারবে এবং তাঁর অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শুধু এক বা দুই স্থানেই নয়, বরং বহু স্থানে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (সূরা আল-বাকারাঃ ১৯৬)

তিনি বলেন, **"(তোমরা) আল্লাহ্‌র পথে ধনসম্পদ ও প্রাণ ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর তোমরা অনুগ্রহ করো; নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।"**

কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ না করা কখনো কখনো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। একদিকে এই দাবি করা যে, আমরা এ যুগের যুগ-ইমামকে মান্য করেছি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত, অপরদিকে কখনো কখনো আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সংকোচ করা (মোটেও) সমীচীন নয়। সমগ্রিকভাবে এ বিষয়ের (তথা আর্থিক কুরবানীর) প্রতি জামা'তের (সদস্যদের) গভীর মনোযোগ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে অনেক স্বচ্ছলতা দান করেছেন, তাদের মাঝে কখনো কখনো এরূপ ধারণার উদয় হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের অধিকাংশ (সদস্য) আর্থিক কুরবানীতে সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, কেউ কেউ এমন আছেন যাদের মাঝে কুণ্ঠাবোধ কাজ করে। তাই তাদের আল্লাহ্ তা'লার এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত– আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী করা অপরিহার্য। অধিক উপার্জনকারীদের মধ্যে অবশ্যই এমন অনেকে আছেন যারা বিভিন্ন তাহরীকে অংশগ্রহণ করেন এবং গভীর আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন; কিন্তু এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলে দিচ্ছি, তারা তাদের সেসব চাঁদা, যেমন হিস্যায়ে আমদ ইত্যাদি নির্ধারিত হারে প্রদান করেন না এবং এক্ষেত্রে নিয়মিত নন। কাজেই এমন লোকদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে বলেন,

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (সূরা আল-হাদীদঃ ৮)

অর্থাৎ, **হে লোক সকল! (তোমরা) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো। আর পূর্ববর্তী জাতিদের পর (আল্লাহ্) তোমাদের যেসব সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করো। আর তোমাদের মাঝে যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করতে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।**

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে ব্যয়কারীদেরকে মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (সূরা আল-হাদীদঃ ১১)

'আর তোমাদের কী হয়েছে– তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন খরচ করো না? অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই'। অর্থাৎ, এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের হাতে যা কিছু আছে পরিশেষে মানুষ তা রেখে মৃত্যুবরণ করবে আর তা (তথা সেই সম্পদ) আল্লাহ্‌রই করায়ত্তে চলে যাবে। মানুষের করায়ত্তে তো কিছুই থাকে না। অথবা উত্তরাধিকার

বণ্টন হয়ে যায়, আর উত্তরাধিকারী সৎ না হলে তারা তা নষ্ট করে ফেলে; তার (তথা মৃত ব্যক্তির) হাতে কিছুই থাকে না, ইহলোকেও না কিংবা পরলোকেও না। তাই আগে থেকেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে চলা উচিত এবং তাঁর পথে ব্যয় করা উচিত, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এতে (তথা সম্পদে) বরকত দান করেন এবং পরবর্তী বংশধরদেরও হিফাযত করেন। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (সূরা আত-তাগবুন: ১৭)

'অতএব, **(তোমরা) নিজ সাধ্যানুসারে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো। আর তোমরা তাঁর কথা শোনো, তাঁর আনুগত্য করো আর নিজের ধনসম্পদ তাঁর পথে খরচ করতে থাকো; এটি তোমাদের নিজেদের প্রাণের জন্যই উত্তম। আর যাদেরকে তাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই সফলকাম।'**

কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কার্পণ্য ও সংকীর্ণতা সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে হলে তাঁর পথে খরচ করতে হবে এবং পবিত্র কুরআনে এমন আয়াত অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা আমাদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে, নিজেদের ধনসম্পদ থেকে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করা উচিত। আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও যেমনটি বহুবার বলেছেন, ধর্মের প্রচার-প্রসার ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করতে, ইসলামের প্রচারের জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। এতে তোমাদের ব্যয় করা উচিত।

অতঃপর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যারা দ্বীনের জন্য অর্থ ব্যয় করে– যেমনটি আমি আয়াত পাঠ করে বলেছি– তার সুফল কেবল তারাই পায় না, বরং এর দ্বারা পুরো জাতি উপকৃত হয়। সুতরাং জাতির প্রতি সহমর্মিতা এবং মানবতার প্রতি সহমর্মিতারও দাবি হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করি; যেখান থেকে মানুষের সাহায্যের জন্যও ব্যয় হবে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্যও ব্যয় হবে।

বিভিন্ন হাদীসেও রয়েছে, এই বিষয়ে মহানবী (সা.) বহু স্থানে নসীহত করেছেন যে, আর্থিক কুরবানী করা উচিত। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, এটি একটি হাদীসে কুদসী যেখানে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার বরাত দিয়ে বলেছেন:

"হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধনভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। (এখানে) আগুন লাগারও ভয় নেই, কিংবা পানিতে ডুবে যাবার আশঙ্কাও নেই, বা কোনো চোরের চুরি করার ভয়ও নেই। আমার কাছে রাখা এই ধনভাণ্ডার আমি তোমাকে সেদিন পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেবো, যেদিন তোমার এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে।"

সুতরাং এটি আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ্ তা'লা সেই সম্পদ পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেবেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (সূরা আল-বাকারা:২৭৩)

অর্থাৎ, "আর তোমরা উত্তম সম্পদের মধ্য থেকে যা কিছু তাঁর পথে ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।" বরং অন্যত্র এটিও বলা হয়েছে যে, এর চেয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কারীদেরকে দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রীতি। যেমনটি আমি আগেও বলেছি, আমরা সৌভাগ্যবান যে, আজ আহমদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির এই উপলব্ধি রয়েছে। তারা আল্লাহ্র পথে অকাতরে ব্যয় করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও এই ব্যয়ের এমন সব উদাহরণ বিদ্যমান। বরং সেগুলো দেখে তিনি (আ.) একবার বলেছিলেন, 'আমি

বিস্মিত হই যে, এই লোকেরা যারা দরিদ্র– সেই দরিদ্র মানুষেরা দ্বীনের খাতিরে এতটা কুরবানী করছে!' আজও একই অবস্থা বিরাজমান। সাধারণ আহমদীদের যে সংখ্যা রয়েছে তারা এই বিষয়টি অনুধাবন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করতে হবে; তাদের এই বিষয়ে প্রখর উপলব্ধিও রয়েছে। আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ অনেক বড়ো বড়ো কুরবানী করে থাকেন, কারণ তাদের মাঝে এই উপলব্ধি রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দেবেন অথবা আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হবো। সেটি কীভাবে? তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন– ইহকালেও এবং পরকালেও। আসল কথা হলো, পরকালে আল্লাহ্ তা'লা এটি ফিরিয়ে দেবেন, এটিকে সওয়াবের বা পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং এই কুরবানীসমূহ তাদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

অতঃপর একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুরও আল্লাহ্‌র পথে দান করে– আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না– তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই খেজুরকে ডান হাতে গ্রহণ করবেন এবং তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন যতক্ষণ না তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। তিনি (সা.) এখানে উদাহরণ দিয়েছেন যে, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ছোটো বাছুরকে লালনপালন করে বড়ো করে, এমনকি একসময় তা একটি বিশাল পশুতে পরিণত হয়; সুতরাং যেভাবে ছোটো বাছুর লালিতপালিত হয়ে বড়ো হয়, অনুরূপভাবে তোমাদের সম্পদও বৃদ্ধি পেতে থাকবে যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে দান করো। তবে শর্ত হলো, সম্পদ যেন পবিত্র হয়। এমন যেন না হয় যে, অন্যায় পথে উপার্জন করা হয়েছে বা সেই সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা চাঁদায় দেওয়া হলো; এমনটি হলে হবে না। বরং সম্পদ যখন পবিত্র হয়, তখনই কেবল আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করেন।

অতঃপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন হিসাবনিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারী ব্যক্তি নিজের ব্যয়কৃত সম্পদের ছায়াতলে থাকবে। সুতরাং কিয়ামতের দিনও এই আর্থিক কুরবানীগুলো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণকারী হয়; শর্ত হলো, যদি তা পুণ্যের সংকল্পে ও পবিত্র সম্পদ থেকে করা হয়ে থাকে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জামা'তের সদস্যরা এই বিষয়টি অনুধাবন করে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যারা তাকওয়ার পথে চলে তাদের আর্থিক কুরবানী কবুল করা হয় এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের অসংখ্য নেয়ামত দান করেন– জামা'তের অধিকাংশ লোক এর ওপর আমল করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক স্থানে বলেছেন:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (সূরা আত-তালাক: ৩-৪)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তার জন্য (সংকট থেকে বের হবার) কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দেবেন যেখান থেকে রিযক পবার কল্পনাও সে করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেই ছাড়েন। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তাকে সে অনুযায়ী দান করেন।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন: "সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতায় কতটুকু উন্নতি করেছি তার মানদণ্ড হলো কুরআন। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এটিও রেখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে জাগতিক অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করে তার কর্মকাণ্ডের স্বয়ং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। যেমনটি তিনি বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত-তালাক: ৩-৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বিপদ-আপদে তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানীকারী কেবল তারাই হতে পারে যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য কুরবানী করে। যখন তারা এমনটি করে, তখন তাদের এই চিন্তা থাকে না যে, আমাদের প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হবে বা আমাদের খরচ কীভাবে মিটবে? আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পথ তৈরি করে দিতে থাকেন।"

তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন এবং তাদের জন্য এমন রিযকের ব্যবস্থা করেন যা তাদের জ্ঞান ও কল্পনায়ও থাকে না।

অতঃপর অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা তাঁর খাতিরে কুরবানীকারীদের এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখেন।"

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যাদের অভিভাবক হয়ে যান, তারা জগতের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। তারা বিপদাপদ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং একটি প্রকৃত আরাম ও প্রশান্তিময় জীবনে প্রবেশ করে। তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা রয়েছে যে:

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত-তালাক: ৩-৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সকল প্রকার বিপদ ও কষ্ট উদ্ধার করেন, স্বয়ং তার রিযকের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, আর তিনি তাকে এমন উৎস থেকে দান করেন যা তার কল্পনাতেও আসতে পারে না।

অনুরূপভাবে তিনি অপর এক স্থানে এটিও বলেছেন যে, যারা আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে এবং তাঁর প্রতি বিনত হয়, তারা কখনো ধ্বংস হয় না। তিনি বলেন, প্রকৃত রিযকদাতা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। যে ব্যক্তি তাঁর ওপর ভরসা করে, সে কখনো রিযক থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা সবসময়, সব জায়গা থেকে তাঁর ওপর ভরসাকারী বান্দার জন্য রিযক পৌঁছে দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর ভরসা করে ও পূর্ণ আস্থা রাখে, আমি তার জন্য আকাশ থেকে বর্ষণ করি এবং জমিনের নীচ থেকে উদ্গত করি। সুতরাং প্রত্যেকের আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করা উচিত। এভাবেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য উপদেশ দিয়েছেন এবং এই আয়াতের ব্যাখ্যাও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার এটি এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, জামা'তের সদস্যরাও এ বিষয়টি উপলব্ধি করে। তারা জামা'তের জন্য ত্যাগস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করে। প্রতি বছর আমাদের সামনে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য ঘটনা এসে থাকে। যেহেতু আমি এখানে ওয়াকফে জাদীদের প্রসঙ্গে কথা বলছি, তাই এমন কিছু মানুষের উদাহরণ তুলে ধরছি যারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, কিংবা আল্লাহ্র ওপর তাদের কতটা দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তারা যদি

ত্যাগস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যেমনটি আমি আগেও বলেছি, যারা মধ্যম আয়ের বা কম আয়ের মানুষ, তাদের মধ্যেই ত্যাগের মানসিকতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সাধারণত তাদের উদাহরণই আমাদের সামনে আসে।

ইন্দোনেশিয়ার একটি জামা'তের নাম পাঙ্গির; সেই জামা'তের একজন ভদ্রমহিলা তাহেরা সাহেবা বলেন, আমি একজন খণ্ডকালীন শিক্ষিকা ছিলাম, বেতন খুবই কম ছিল। ওয়াকফে জাদীদের অর্থবছরের শেষ দিকে ন্যাশনাল সেক্রেটারির কাছ থেকে বার্তা পেলাম, আমার এক লাখ ত্রিশ হাজার রুপির ওয়াদা পরিশোধ এখনো বাকি রয়েছে। আমার কাছে শুধু এতটুকু অর্থই ছিল, যা আমি ছোটো একটি ব্যাবসা শুরু করার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই পরিমাণ টাকা আমার কাছে ছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের জন্য তা রেখেছিলাম। তিনি বলেন, আমার মনে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো, কিন্তু পরে আমি আল্লাহ্র ওপর ভরসা করি এবং পুরোটা টাকাই ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দিই। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে অনুগ্রহ করেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে স্কুল থেকে আমি একটি বোনাস পাই, যা তখন আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। একইসাথে এ সুসংবাদও পেলাম যে, সরকারিভাবে আমাকে সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তখনো আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারি নি– এরই মধ্যে আরেকটি সুসংবাদ পেলাম যে, আমার শিক্ষক নিবন্ধন নম্বরও ইস্যু হয়ে গেছে– যেটির জন্য আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করায় গুরুত্ব দেবার কারণেই আল্লাহ্ তা'লার এই বিশেষ অনুগ্রহ আমার ওপর বর্ষিত হয়েছে।

এরপর পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার একটি ঘটনা। ইন্দোনেশিয়া ও কেনিয়ার মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব, কিন্তু চিন্তাধারা সেই একই রকম, আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের প্রতি একইভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। কেনিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন, একজন মুয়াল্লিম সাহেব তার স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করেন। যদিও তার নির্দিষ্ট কোনো আয় নেই, তবুও চাঁদার ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন। এমন অবস্থায় বোঝা যায়– মানুষের প্রয়োজন কতটা তীব্র এবং সম্পদের প্রতি মায়া কত গভীর হতে পারে! সেই সময় আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করা আসলে নিজের হৃদয় কিংবা কলিজা বের করে দেবার মতো– যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। তিনি লেখেন, এ বছর তার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা ছিল চারশ শিলিং, যা তিনি পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে এটুকুই ছিল, এখন আমি একেবারে রিক্তহস্ত হয়ে গেলাম; যেটুকু ছিল তা পুরোটা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কী অপূর্ব আচরণ করলেন! আল্লাহ্ বলেন, আমি এমনসব স্থান থেকে রিযক দেই, যেখান থেকে তোমরা কল্পনাও করতে পারো না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে খালি হাতে ছেড়ে দেন নি। যখন তিনি বললেন, আমি রিক্তহস্ত হয়ে গেছি, তখন আল্লাহ্ তা'লা যেন বললেন, আমি তোমাকে খালি হাতে ছেড়ে দেবো না। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে চৌদ্দশ শিলিং এই বিবরণের সাথে পেলেন যে, এ অর্থ থেকে আপনি চাঁদা দেবেন এবং বাকি টাকা দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেবেন। পরবর্তীতে তার মেয়ের স্বামী ফোন করে। সেখানে এই রীতি রয়েছে যে, বিয়ের পর মেয়ের দেনমোহর তার পিতামাতা পেয়ে থাকেন। সে (অর্থাৎ তার জামা'তা) দেনমোহরের অর্থ বাবদ দুটি গরু তাকে পাঠিয়ে দেয়, যার মূল্য নব্বই হাজার শিলিং হয়। কেবল এখানেই শেষ নয়। তিনি বলেন, আমি তো চারশ শিলিং চাঁদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অগণিত ও অসাধারণভাবে এমন স্থান থেকে এসব দান করেছেন যেখান থেকে

পাবার কোনো আশাই আমার ছিল না। এরপর তার আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য ছেলেমেয়ের পক্ষ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উপহার ও জীবনযাপনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ পেতে আরম্ভ করেন। এতে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর এসব দেখে তার হৃদয়ে নিশ্চিত ধারণা জন্মায়– এসব কিছু চাঁদার কল্যাণই বটে। চাঁদা আদায় করলে একদিকে আল্লাহ্‌র আশিস বর্ষিত হয় আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র আশিস অবতীর্ণ হতে দেখে মানুষের ঈমানও বৃদ্ধি পায়।

আফ্রিকার আরেকটি দেশ গিনি কোনাক্রি; সেখানকার মুবাল্লিগ কুন্ডিয়া অঞ্চলের একটি গ্রামের ঘটনা লেখেন, সেখানকার এক আহমদী ভদ্রমহিলা এ বছর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক ওয়াদা করেছিলেন। শুনতে যদিও লক্ষ মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সেখানকার মুদ্রার মান নেই বললেই চলে, এজন্য এটি অনেক কম অর্থ। যাহোক, তিনি বলেন, আমাদের স্থানীয় মুবাল্লিগ বছর শেষে যখন তার গ্রামে চাঁদা আদায়ের জন্য যান তখন সেই মহিলা সবজি বিক্রি করার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। সময় কম ছিল। তাই মুয়াল্লিম সাহেব সেই বাজারে চলে যান। তিনি তাকে বলেন, আপনি যে ওয়াদা লিখিয়েছিলেন তাতে আপনার এই বকেয়া আছে। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলেন, এ মুহূর্তে আদায় করার জন্য তার কাছে কিছুই নেই। তিনি বলেন, আপনারা এখন চলে যান, আমি ইনশাআল্লাহ্ আদায় করে দেবো। দেখুন! এই মহিলা যিনি ঈমান এনেছেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, ঈমানে কত উন্নতি করেছেন! তিনি তাকে এ বলে এড়িয়ে যান নি যে, চলে যান, এখন আমি দিতে পারব না; বরং বলেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই। আমি দ্রুত ব্যবস্থা করে আপনার কাছে পৌঁছে দেবো। যাহোক, আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব সেখান থেকে চলে আসেন। তিনি সেখান থেকে অন্য একটি গ্রামে যান। সেখান থেকে ফিরে তিনি আবার সেই মহিলার কাছে আসেন। তিনি এক লাখ ফ্রাঙ্ক দেন এবং বলেন, আমার আজকের সারাদিনের আয় এটা– যা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পেশ করছি। তিনি বলেন, কয়েকদিন থেকে আমার ঘরে কোনো ভালো খাবার রান্না হয় নি; [সন্তানদের সাধারণ খাবার খাইয়ে দিতেন;] আমার ইচ্ছা ছিল– আজ যা কিছু উপার্জন করব, তা দিয়ে সন্তানদের ভালো কিছু খাওয়াবো। কিন্তু যেমনটি আপনি বলেছেন আর আমারও অভিজ্ঞতা আছে, প্রিয় সম্পদের থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করলে তা বিনষ্ট হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তো এমন স্থান থেকে ব্যবস্থা করে দেন যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। আমিও চিন্তা করলাম, আমার কুরবানী বৃথা যাবে না, তাই আমি আজ আমার (বকেয়া চাঁদা) আদায় করে দিচ্ছি। তিনি (তথা মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব সেখানেই ছিলেন, এমন সময়ে সেই মহিলার কাছে তার ছেলের ফোন আসে যে, আপনাকে দেবার জন্য আমার কাছে কিছু আছে। আপনি অমুক স্থানে চলে আসুন এবং এগুলো নিয়ে যান। তিনি ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। ছেলে তাকে পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক দিয়ে বলে, এগুলো সংসারের খরচের জন্য। ভদ্রমহিলা আনন্দের সাথে ফিরে আসেন এবং এ ঘটনা বলতে আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে আবার ফোন বেজে ওঠে। তার আরেক ছেলে যে অন্য শহরে থাকে– সে বলে, আমি নিকটেই আছি। আমি এক স্থানে যাচ্ছি তাই আপনার কাছে আসতে পারছি না। আপনি আমার কাছে চলে আসুন। আমার কাছে আপনার জন্য একটি উপহার আছে। তিনি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, সেই ছেলেটি তার মাকে তিন লাখ ফ্রাঙ্ক দিয়ে বলে, এটি আপনার প্রয়োজনীয় খরচের জন্য। সেই ভদ্রমহিলা ফেরত এসে বলেন, আমার প্রতি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণই বর্ষিত হয় নি, বরং আমার ঈমানেও উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আমার ঈমান দৃঢ় হয়েছে (এটি ভেবে) যে, আল্লাহ্

তা'লা কীভাবে জামা'তের স্বার্থে কুরবানী করার কারণে আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। এ বিষয় থেকে আমি এটি অনুধাবন করেছি যে, জামা'ত নিঃসন্দেহে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত; [আল্লাহ্ তা'লা এভাবে (মানুষের) ঈমানকে দৃঢ় করেন;] আর আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় আমরা যে কুরবানী করছি– তা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো এক লক্ষ দিয়েছিলাম, (অথচ) আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করেছেন।

এরপর রয়েছে কাজাখিস্তানের আকতাও শহরের আলী বেগ নামক একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর ঘটনা। তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে থাকেন। প্রত্যেক মাসে সময়মতো চাঁদা প্রদান করেন। কিছুদিন যাবৎ অসুবিধার কারণে চাঁদা প্রদান করতে পারছিলেন না, এমনকি আবশ্যিক চাঁদা ও ওয়াকফে জাদীদ খাতের চাঁদা প্রদানের সময় শেষ হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান করতে পারেন নি। খুবই চিন্তিত ছিলেন। একদিন জুমুআর নামাযের পর নিজেই বলেন, ঋণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল যে-কারণে ব্যাংক একাউন্টই বন্ধ করে দিয়েছিল। আর এ কারণে আমি চাঁদাও প্রদান করতে পারছিলাম না। দোয়া করছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেন। তিনি বলেন, যে কোম্পানিতে চাকুরি করি সেখানকার কর্মকতা একদিন আমাদেরকে একটি ভালো পরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে প্রদান করেন যার জন্য আমরা এক বছর যাবৎ অপেক্ষমান ছিলাম। কিন্তু সেটি পাবার মতো কোনো পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। যাহোক, অর্থ পেয়ে যাই এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঋণও পরিশোধ হয়ে যায় আর বকেয়া চাঁদাও পরিশোধ করে দিই। আলী বেগ সাহেব বর্ণনা করেন, এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ কল্যাণ এজন্য বর্ষিত হয়েছে যেন আমি আমার চাঁদা পরিশোধ করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা যে ঋণ বাকি রাখেন না এবং অকল্পনীয়ভাবে প্রদান করেন– এ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন। এগুলো বিভিন্ন দেশের একই ধরনের ঘটনা। তিনি বর্ণনা করেন, গোল্ডকোস্টের একজন বন্ধু তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা এক হাজার ডলার পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি, এ খাতে অধিক আর্থিক কুরবানী করুন। সাধারণ যারা খুব বেশি স্বচ্ছল তারা তো বটেই, যারা মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল ব্যক্তি– তারা যথোপযুক্ত কুরবানী করেন না। কিন্তু কতিপয় এমন ব্যক্তিও আছেন যারা সেভাবে কুরবানী করে থাকেন, যেমনটি ইনি করেছেন। যদিও অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের কুরবানীর তুলনায় তত বড়ো কুরবানী নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (তথা এরূপ মধ্যবিত্তরা) মোটামুটি ভালোই কুরবানী করে থাকেন। যাহোক, অধিক উপার্জনকারী বা স্বচ্ছলদেরও ঘটনা বর্ণনা করছি যারা জামা'তের স্বার্থে কুরবানী করে থাকেন। সেই বন্ধু এক হাজার ডলার ওয়াদা করেছিলেন এবং পরিশোধও করে দিয়েছিলেন। যখন তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যে, অধিক কুরবানী করুন– তখন তিনি আরো ছয় হাজার ডলার প্রদান করেন; ছয়গুণ অতিরিক্ত আদায় করেন আর এভাবে সর্বমোট সাত হাজার ডলার আদায় করেন। পরবর্তী দিনই একটি ফোনকল আসে; তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর কাছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে কল আসে; কল করে তারা বলে, আমাদের একটি ইন্স্যুরেন্স ক্লেইম যা প্রক্রিয়াধীন ছিল– যা সম্পর্কে আমরা পূর্বে অবগত ছিলাম না– তা পেয়ে গেছি। এর ফলে আমরা বারো হাজার ডলার অর্থ রিফান্ড হিসেবে লাভ করেছি। সে বন্ধু বলেন, আমি ছয় হাজার ডলার আর্থিক কুরবানী করেছিলাম; আল্লাহ্ তা'লা দুদিনেই দ্বিগুণরূপে আমাকে সে অর্থ ফেরত দিয়েছেন আর এমন স্থান থেকে ফেরত দিয়েছেন যেখান থেকে পাবার কোন আশাই ছিল না।

অতঃপর গিনি-বিসাউয়ের মুবাল্লিগ সাহেব অকল্পনীয়ভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভের দৃষ্টান্ত বর্ণনাপূর্বক একটি ঘটনা লেখেন, একজন নিষ্ঠাবান আহমদী আবু সানিয়া সাহেব দেশের বাহিরে ছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছিলেন না, যে কারণে তিনি আর্থিক টানাপোড়নে ছিলেন। বিদেশে অবস্থানরত একজন ব্যক্তি, যার কোনো চাকরি নেই, আর্থিক টানাপোড়ন চলছে– তার অবস্থা কেমন হতে পারে! এমতাবস্থায় যদি তার হাতে কোনো টাকা আসে তবে তা তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে এবং নিজের প্রয়োজনে তা ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এই পুণ্যবানদের অবস্থা দেখুন! তিনি বলেন, সেই সময় জামা'তের পক্ষ থেকে চাঁদার বিষয়ে আহ্বান জানানো হয়। তাই সেই আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলে সাড়া দিয়ে আবু সানিয়া সাহেব আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী উপস্থাপন করেন; যা কিছু ছিল তিনি তা দিয়ে দেন। যদিও সেই সময় তার কাছে তেমন কোনো অর্থ ছিল না এবং যেটুকু ছিল তা-ই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়, তথাপি তিনি তা আল্লাহ্‌র পথে দান করে দেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তার কুরবানী অতি দ্রুত গ্রহণ করেন। চাঁদা প্রদানের মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতেই একটি কোম্পানি থেকে তার কাছে ফোন কল আসে যে, কোনো সাক্ষাৎকার ছাড়াই তাকে চাকরি প্রদান করা হচ্ছে। [তিনি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা বলে, কোনো সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নেই, কাজে যোগ দিন।] তাই তিনি যেন কাজে যোগদান করেন। আবু সানিয়া সাহেব বর্ণনা করেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানীর কল্যাণ এবং তাঁর সাহায্য প্রদানের এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব পূর্ণতা যে, আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ এমন আশাতীতভাবে দিয়েছেন যার তিনি আশাও করেন নি।

রাশিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লেখেন, ইকরাম জান সাহেব নামের এক নিষ্ঠাবান বন্ধু আছেন। তিনি বলেন, গত মাসে তিনি তার চাঁদা পাঠান। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে বর্ণনা করেন, গত দুই মাস যাবৎ চাঁদা প্রদান করতে পারছিলাম না এবং আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম (এ কারণে) যে, **'আমি আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি!'** ভেবে দেখুন! তারা নতুন আহমদী, দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী, কিন্তু কত চিন্তিত (এটি ভেবে) যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করতে হবে। কেননা এটি তার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এর মাধ্যমেই আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। তিনি বলেন, আমি অনেক দোয়া করছিলাম। মানুষ তার ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য দোয়া করে থাকে, কিন্তু তার যে চিন্তা ছিল তথা অর্থের বিষয়ে চিন্তা ছিল– তার কারণ ছিল, আমি যেন চাঁদা প্রদান করতে পারি। যাহোক, তিনি বলেন, আমি অনেক দোয়া করি– আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে সাহায্য করেন, আমি যেন এই সৌভাগ্য থেকে পিছিয়ে না থাকি এবং আমি যেন আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত থেকে না যাই। একদিন অফিসে যাবার সময় পথিমধ্যে পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি যেন আমার বেতন দ্রুত পেয়ে যাই। (কেননা) সেখানকার অবস্থা এমন যে, বেতন আটকে থাকে; (তাই তিনি এই দোয়া করছিলেন,) আমি যেন চাঁদা প্রদান করতে পারি। যাহোক, তিনি বলেন, আমি অফিসে পৌঁছার পর সেই দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে বেতন পেয়ে যাই আর আমি দ্রুত আমার চাঁদা প্রদান করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, (কেননা) আমি কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত থাকি নি।

ভারত থেকে সেখানকার ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ সাহেব লিখছেন, একটি জামা'তের জনৈক সদস্যের কাছে যাই। তার ষোলো হাজার রুপি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল; তিনি তার কোনো কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কিস্তি প্রদান করার জন্য

সেই অর্থ রেখেছিলেন। আমাদের পৌঁছানোর পর তিনি বলেন, আমার ইএমআই-এর কিস্তি যা দিতে হবে, তা পরে দেখা যাবে; যা আদায় করতে হবে তা আমি পরে আদায় করে দেবো। এখন যেহেতু আমার বকেয়া রয়েছে এবং আপনারা আমার কাছে এসেও পড়েছেন, তাই আমি আগে আপনাদের বকেয়া চাঁদা আদায় করে দিচ্ছি। আমরা তাকে বললাম, আপনি এখন কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন, এখন আপনি অর্ধেক আদায় করে দিন, বাকিটা পরে আদায় করে দিয়েন। তিনি জবাব দেন, প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার জন্য বের করতে হবে, বাকি বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'লা সমাধান করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্। যদি আমি তাকওয়ার সাথে কাজ করি এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখি, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। পরে তিনি ফোনে আমাদের জানান, একটি অর্থ যা বেশ কিছুদিন ধরে আটকে ছিল এবং তা এত তাড়াতাড়ি পাবার আশা ছিল না– তা আকস্মিকভাবে পেয়ে যাই। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা চাঁদার কল্যাণে সব কাজ সম্পাদন করে দিয়েছেন; আমার ঈমানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমি দেখতে পেলাম যে, কুরবানীকারীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা কেমন ব্যবহার করে থাকেন!

গুয়াদেলুপ দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। জারমিনাদেন নামে সেখানে একজন নও-মোবাঈ যুবক রয়েছেন। তার বয়স ২৮ বছর। বর্তমানে তিনি একজন শিক্ষার্থী। আর সেই গরীব দেশে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি পার্ট টাইম চাকরিও করেন। তাকে ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব এবং কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সাধারণত এটিই বলা হয় যে, যারা নও-মোবাঈন আছেন তাদেরকে যেন চাঁদার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করানো হয়, এ দিকে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যখন তাকে (এ বিষয়ে) বলা হয় তখন তিনি বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আমি এতে অংশগ্রহণ করি; কিন্তু এখন আমার কাছে একেবারেই টাকা নেই আর এটিও জানি না যে, পুরো মাস কীভাবে অতিবাহিত করব! এখন এরূপ পরিস্থিতিতে ইচ্ছা পোষণ করা, যখন হাতও একেবারে খালি আর জানাও নেই যে, মাস কীভাবে অতিবাহিত হবে– এমন পরিস্থিতিতে এটি অনেক দুঃসাধ্য এক কাজ। আবার মানুষ যখন টাকা পেয়ে যায় তখন প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করে। কিন্তু ঈমান আনার পর তাদের বিচিত্র আচরণ হয়ে থাকে। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, আপনি ছাত্র তাই অনেক বেশি কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। আপনার সাধ্যানুযায়ী এক বা দুই ইউরো দিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তো নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব প্রদান করেন। যাহোক, তিনি বলেন, এক সপ্তাহ পর তিনি মিশন হাউজে আসেন এবং একশ ষাট ইউরো ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা আদায় করেন। আর তিনি বলেন, যেদিন ওয়াকফে জাদীদ খাতে কুরবানী করার সংকল্প করেছিলাম আল্লাহ্ তা'লা সেই সপ্তাহেই আমার অর্থে বরকত প্রদান করেন। যেখানে আমি পার্ট টাইম চাকরি করছিলাম, তারা আমাকে সময়ের পূর্বেই আমার বেতন প্রদান করেন আর অনেক বেশিও প্রদান করেন। কোনো কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি নিজেও বুঝি নি, (তারা) কেন (আমাকে) অতিরিক্ত দিয়েছে। অতঃপর কিছুদিন পর পুনরায় তিনি বলেন, আরেকটি মু'জিযা (বা অলৌকিক বিষয়) ঘটেছে। তিনি বলেন, যেদিন আমি একশ ষাট ইউরো প্রদান করেছি, যদিও আমার আরো বেশি প্রদানের ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু চাঁদা দেবার কিছুদিন পরই অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ বড়ো অংকের অর্থ পেয়ে যাই। একটি ট্রেনিং সেন্টার থেকে আমার কিছু টাকা পাবার করার কথা ছিল যা কয়েকবার বলার পরও পাই নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চাঁদার কল্যাণে আমার সেই অর্থও পাইয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি অতিরিক্ত একশ চল্লিশ ইউরো ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করেন। কোথায় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, অনাহারে

দিনাতিপাত করছিলেন, আর কোথায় এই পরিস্থিতি হয়েছে যে, তিনশ ইউরো চাঁদা প্রদান করেছেন!

অনুরূপ আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। অনেকে অলৌকিকভাবে অর্থ পেয়েছেন। কিরগিজস্তান জামা'তের ইউলিয়া গুরনুভা সাহেবা বলেন, আমি যেখানে কাজ করি, তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি যে, আমার বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব কি না? তখন তারা আমাকে বলে, শুধুমাত্র বোনাসের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। আর জানা নেই, বোনাস কত দেওয়া হবে। যাহোক, তিনি বলেন, অক্টোবর মাসে যখনই আমি বেতনের একটি অংশ পাই তখন সর্বপ্রথম আমি নিজের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করি, যদিও আমাদের নিজেদের অনেক খরচাদি ছিল। এভাবেই তো আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকারের নিদর্শন পাওয়া যায়, কেননা প্রকৃত কুরবানী তো এটিই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকারের লক্ষণ হলো, যেই জিনিসকে তুমি প্রিয় জ্ঞান করো– সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করো। সে সময় তার এই অর্থ প্রিয় ছিল, কেননা তার সেই অর্থের প্রয়োজন ছিল আর অনেক খরচাদি ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমার জন্য আবশ্যক ছিল, জামা'তের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করি। ঠিক সেই মাসের শেষেই আমাকে বলা হয়, আমার বেতন চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়া কাজের মান অনুযায়ী অতিরিক্ত বোনাসও পেতে পারি। আমি অনেক আশ্চার্যান্বিত হই, কেননা বেতন এতটা বৃদ্ধি পেতে পারে– এই প্রত্যাশা আমার একেবারেই ছিল না। একদিন আগেই বিভিন্ন খরচাদির হিসেব করার সময় আমি উপলব্ধি করি, বেতনে প্রায় এত পরিমাণ অর্থই অতিরিক্ত প্রয়োজন ছিল যা আমি পেয়েছি। আমি পূর্বেই ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করেছিলাম, কিন্তু এই খরচাদির মধ্যে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল ছিল তা সেই অতিরিক্ত বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যে অসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন, যা অপ্রত্যাশিত ছিল– সেটি চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আরো একটি বিষয় বলে দিই; আমার আরেকটি ব্যাবসা ছিল যা কিছুদিন যাবৎ আমি চালাচ্ছিলাম; কিন্তু এতে কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। তিনি বলেন, এই বছর নভেম্বরে নিজের ওয়াদা পূর্ণ করেছি এবং ওয়াদা পূর্ণ করার পর ডিসেম্বরে আমার এই ব্যাবসায় মুনাফা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

ইন্দোনেশিয়ার মেন্ডোঙ জামা'তের একজন সদস্যা রামা সাহেবা। তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মিডিয়াতে ফ্রিল্যান্স লেখিকা, শিক্ষিত মহিলা। তিনি বলেন, এই কাজের মাধ্যমে আমি নিজের জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। এই বছর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং পুস্তকাদির কম বিক্রয়ের কারণে আমি নিজের ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করতে পারি নি। যার কারণে আমি ভীষণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় ভুগছিলাম। আমি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে নিজের জমানো পুঁজি থেকে কিছু বকেয়া চাঁদা আদায় করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! সবকিছু তোমার। তুমি আমার মন থেকে এই চিন্তা দূর করে দাও যে, খরচ কীভাবে পূরণ হবে। আমি নামায শেষ করে জায়নামায গোটানোর পূর্বেই একজন বন্ধুর ফোন আসে, যার একটি অনুবাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কাজ শেষ হবার পর সেই বন্ধু আমাকে একটি খাম দেন যাতে সেই পরিমাণ অর্থই ছিল যতটুকু ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা আদায় করার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করে দিই। এরপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ কিছুটা এভাবে হয় যে, আমি সম্পাদকের বার্তা পাই, আমার পুস্তক

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে। [তিনি একটি বই লিখেছিলেন।] এখন আমি দশ শতাংশের পরিবর্তে তিরিশ শতাংশ রয়্যালটি পাব। আল্লাহ্ তা'লা আমার কুরবানীর বরকতে আমার পুত্রের জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তির পথ সুগম করে দিয়েছেন, যা বাহ্যত অসম্ভব ছিল। ভদ্রমহিলা আরো বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, যখন থেকে আমি আমার আয় থেকে সর্বপ্রথম চাঁদার অর্থ পৃথক করা শুরু করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার জাগতিক বিষয়াবলি স্বয়ং সমাধান করে যাচ্ছেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করছেন!

আমি এখন ঘটনাবলি ছেড়ে দিচ্ছি। এই বছরের ওয়াকফে জাদীদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন তুলে ধরছি। অর্থাৎ জামা'তের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যেসব রিপোর্ট এসেছে– সেগুলো; যদিও রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গীন নয়। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে আফ্রিকা থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসতে পারে নি। কিন্তু তবুও যা এসেছে তা আমি উপস্থাপন করছি।

এটি ওয়াকফে জাদীদের ৬৯তম বর্ষ। ৬৮তম বর্ষ সমাপ্ত হলো এবং নতুন বছর আরম্ভ হলো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১৪.৯৭ মিলিয়ন বা প্রায় ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড) মানুষ আর্থিক কুরবানী করেছে [বাংলাদেশি মুদ্রামানে প্রতি পাউন্ড ১৬৩.৯৭ টাকা হিসেবে দাঁড়ায় ২,৪৫৯,৫৫০,০০০ টাকা (দুইশ পঁয়তাল্লিশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)] । গত বছরের তুলনায় এটি ১৩ লক্ষ পাউন্ড (বাংলাদেশি টাকার হিসেবে ২১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা) বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রথম দুটি স্থানে রয়েছে কানাডা এবং ব্রিটেন। ব্রিটেন এবার সামগ্রিকভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু কানাডা অনেক চেষ্টা করেছে এবং এবছর ব্রিটেনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে তারা। তৃতীয় জার্মানি, চতুর্থ আমেরিকা, পঞ্চম ভারত, এরপর (ষষ্ঠ) অস্ট্রেলিয়া, এরপর (সপ্তম) মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, এরপর (অষ্টম) ইন্দোনেশিয়া, এরপর (নবম) মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, দশম স্থানে রয়েছে বেলজিয়াম।

আফ্রিকাতে সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে প্রথম দশটি স্থান অর্জনকারী জামা'তগুলোর নাম পড়ে দিচ্ছি সেই ধারাবাহিকতা অনুসারে; প্রথম ঘানা প্রথম, এরপর যথাক্রমে মরিশাস, বুর্কিনা ফাসো, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন, মালি।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা পনেরো লক্ষের অধিক। এতে বেশি যারা চেষ্টা করেছে তাদের মাঝে রয়েছে নাইজেরিয়া, নাইজার, গাম্বিয়া, গিনি বিসাউ, কঙ্গো ব্রাজাভিল, আইভরি কোস্ট, সেন্ট্রাল আফ্রিকা, কঙ্গো কিনশাসা বেশি উল্লেখযোগ্য; তারা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে।

মোট আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেনের দশটি প্রধান জামা'তের মধ্যে প্রথম ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় উস্টার পার্ক, তৃতীয় এশ, তারপর ওয়ালসল, অল্ডারশট সাউথ, ফার্নহ্যাম নর্থ, বোর্ডন, ফার্নহ্যাম সাউথ, জিলিংহাম, এরপর অল্ডারশট নর্থ।

পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম ইসলামাবাদ, তারপর বাইতুল ফুতুহ, তারপর ফযল মসজিদ, তারপর বাইতুল ইহসান, তারপর ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস।

দফতর আতফাল যেহেতু ওয়াকফে জাদীদে পৃথক হিসাব হয়, তাতেও যে অবস্থান তা হলো: প্রথম অল্ডারশট সাউথ, এরপর অল্ডারশট নর্থ, এরপর বোর্ডন, এরপর এশ, চিম সাউথ, ফার্নহ্যাম সাউথ, ইসলামাবাদ, রোহেম্পটন ভেল, মিচাম পার্ক, ওয়ালসল।

সামগ্রিক অবস্থানের বিচারে কানাডা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কানাডার জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম ভন, এরপর পিস ভিলেজ, এরপর ক্যালগেরি, এরপর ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, টরন্টো ওয়েস্ট, মিসিসাগা, ব্রাম্পটন ইস্ট ও টরন্টো।

কানাডার দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে প্রথম হ্যামিলটন, এরপর এডমিন্টন ওয়েস্ট, হাদীকায়ে আহমদ, হ্যামিলটন মাউন্টেন, অটোয়া ওয়েস্ট, রেজাইনা, এয়ারড্রি, ইনিসফিল, ভড্রুয়েল ও সাডবেরি।

তাদের আতফালের মধ্যে প্রথম ভন, এরপর টরন্টো ওয়েস্ট, এরপর পিস ভিলেজ, ক্যালগেরি, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, ব্রাম্পটন ইস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, মিসিসাগা, টরন্টো। আর জামা'তের দিক থেকে আতফালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রথম হাদীকায়ে আহমদ, লন্ডন সাউথ (কানাডাতেও একটি লন্ডন আছে), তৃতীয় হ্যামিলটন, (এরপর যথাক্রমে) ইনিসফিল, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, বাইতুল ইহসান, সাসকাটুন সাউথ ওয়েস্ট, ডারহাম ইস্ট, উডস্টক, এবটস্‌ফোর্ড, বার্লিংটন।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় জামা'তের মাঝে প্রথম হামবুর্গ, দ্বিতীয় ফ্রাঙ্কফুর্ট, এরপর (যথাক্রমে) উইযবাদেন, রিডস্টেড, এরপর গ্রস-গেরাউ। (পূর্বের পাঁচটি ছিল লোকাল এমারত,) আর দশটি জামা'ত হলো: রোডগাও, নিডা, নয়ে উইড, রোডারমার্ক, ওয়েনগার্টেন, ফ্লোরেসহাইম, বার্লিন, কোবলেনজ, মাহদীআবাদ, পিনিবার্গ।

আতফালদের পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম উইযবাদেন, এরপর (যথাক্রমে) হামবুর্গ, হিসেন সাউথ-ইস্ট, ম্যানহেইম, ওয়েস্টফ্যালেন।

আমেরিকার দশটি জামা'ত হলো: প্রথম নর্থ ভার্জিনিয়া, এরপর মেরিল্যান্ড, এরপর লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, সিয়াটল, সিলিকন ভ্যালি, ডালাস, ডেট্রয়েট, সাউথ ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া ক্যারোলাইনা।

আতফালের মধ্যে প্রথম মেরিল্যান্ড, এরপর যথাক্রমে অ্যালবেনি, লস অ্যাঞ্জেলেস, নর্থ ভার্জিনিয়া, সিয়াটল, শিকাগো, জর্জিয়া ক্যারোলাইনা, ডালাস, অশকশ, হিউস্টন।

পাকিস্তানেরও অবস্থান আছে, যদিও সামগ্রিক অবস্থানের দিক থেকে পঞ্চম হয়। কারণ সেখানে মুদ্রার মূল্য কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতিকূল অবস্থার পরও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কুরবানীর মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তানে প্রথমে লাহোর, এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার মধ্যে জেলাগুলোর অবস্থান হলো: প্রথম ইসলামাবাদ, এরপর ফয়সালাবাদ, তারপর (যথাক্রমে) রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাত, সারগোধা, উমরকোট, মুলতান, নারওয়াল, মিরপুর খাস, ডেরা গাজী খান।

প্রথম দশটি জামা'তের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ শহর, এরপর টাউনশিপ লাহোর, এরপর (যথাক্রমে) ডিফেন্স লাহোর, দারুয যিকর লাহোর, সামানাবাদ লাহোর, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, মুগলপুরা লাহোর, মুলতান শহর এবং দিল্লি গেইট লাহোর।

পাকিস্তানে আতফালের জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া, তৃতীয় স্থানে করাচি। জেলা পর্যায়ে প্রথম ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় ফয়সালাবাদ, এরপর যথাক্রমে নারোয়াল, রাওয়ালপিন্ডি, উমরকোট, সারগোধা, গুজরাত, মিরপুর খাস, লাইয়া এবং টুবাটেক সিং।

ভারতের প্রাদেশিক জামা'তগুলোর অবস্থান যথাক্রমে প্রথম কেরালা, এরপর তামিলনাডু, জম্মু-কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ।

ভারতের প্রথম দশটি জামা'ত হলো– প্রথম কোয়েম্বেটুর, এরপর হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, কালিকাট, মেলাপালায়াম, ব্যাঙ্গালুর, মুঞ্জেরি, কলকাতা, কেরেং এবং কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, (এরপর যথাক্রমে) মার্সডেন পার্ক, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরউইক, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, পার্থ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, লোগান ইস্ট এবং মেলবোর্ন ইস্ট। তাদের জামা'তগুলোর অবস্থান হচ্ছেঃ মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরউইক, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, মেলবোর্ন ইস্ট, পার্থ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট এবং এডেলেইড ওয়েস্ট। আতফালের মধ্যে তাদের প্রথম স্থানে রয়েছে লোগান ইস্ট, এরপর মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, এডেলেইড সাউথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, লোগান ওয়েস্ট, মেলবোর্ন বেরউইক, ক্যাসেল হিল, পার্থ, ল্যাম্পটন, এরপর পেনরিথ।

আল্লাহ্ তা'লা এ সকল কুরবানীকারীদের ধনসম্পদ ও জনসম্পদে প্রভূত কল্যাণ দান করুন। আমি কতক জামা'তের নাম এজন্য পড়ে দিই কেননা তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, আমাদের অবস্থান কী– তা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই রীতি অনুযায়ী এটি পড়া হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কৃপণতা ও ঈমান কখনোই একই হৃদয়ে সহাবস্থান করতে পারে না। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান রাখে, সে তার সিন্দুকে আবদ্ধ সম্পদকেই কেবল নিজের সম্পদ মনে করে না; বরং সে আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত ধনভাণ্ডারকেই নিজের ধনভাণ্ডার মনে করে। আটকে রাখার অভ্যাস তার মধ্য থেকে সেভাবে দূর হয়ে যায়, (অর্থাৎ কৃপণতা তার থেকে দূর হয়ে যায়,) যেভাবে আলো আসলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।"

সুতরাং, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ। আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে একের পর এক অনুগ্রহে ধন্য করে যাচ্ছেন। কারণ তারা অনুধাবন করে যে, সকল কিছুর ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'লার কাছেই রয়েছে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সব কিছুর ভাণ্ডার রয়েছে আর তিনি পরকালে তা দান করবেন, কিন্তু ইহজগতেও তিনি তা দান করতে থাকবেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন। মানুষ হতবাক হয়ে যায় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দান করে যাচ্ছেন, আর এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও মানুষজন লাভ করছে, সেরকম কিছু ঘটনাও আমি শুনিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও আমাদের আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক দান করুন এবং একইসাথে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসেও ক্রমাগত উন্নতি দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)